সমকাল

8.12.09

'ঘরের বউ', সমাজের 'আপা'

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

হালিমার সঙ্গে আমার দেখা হয় রাজশাহীর পুঠিয়ার এক গ্রামে। স্থানীয় স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে সে। তাকে প্রশ্ন করেছিলাম পড়াশোনা শেষ করে সে কী করতে চায়। বলেছিল, সে একজন শিক্ষক হতে চায় অথবা হাসপাতালের নার্স। তার ধারণা, এতে সমাজের সবাই তাকে চিনবে এবং সম্মানও করবে। হালিমার স্বপ্ন বাংলাদেশের সমাজে একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত, যদিও এ পরিবর্তনটা অনেক জটিলতার মধ্য দিয়ে ঘটছে। একটা সময় ছিল যখন মেয়েদের 'ঘরের বউ' আর 'ভালো মা' হওয়া ছাড়া অন্য কোনো স্বপ্ন ছিল না, থাকলেও সুযোগ ছিল সীমিত। এখন মেয়েরা এ 'ঘরের বউ' পরিচয় ছাপিয়ে নানা আয়মূলক পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। কিন্তু নারীর এ আয়ের ফলে তার ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের বিষয় অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে বিদ্যমান নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে? নারীর এ পেশা ও আয়কে তার স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যই-বা কীভাবে দেখছে?

ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে Pathways of Women's Empowerment Research Programme সম্প্রতি একটা গবেষণা করেছে কিছু নির্বাচিত এলাকায় (গ্রাম ও উপশহর) তৃণমূল পর্যায়ের নারী স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর। তারা দেখার চেষ্টা করেছে স্বাস্থ্যকর্মীদের পেশাগত সম্পৃক্ততা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কতটুকু প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে পরিবারে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে। নিবন্ধের এ অংশে নারী স্বাস্থ্যকর্মীদের অবদান ও ভূমিকা নিয়ে শুধু তাদের স্বামীদের (দু'একটা ক্ষেত্রে অন্য পুরুষ সদস্য) দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণায় সরকারি নারী স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি বেসরকারি নারী স্বাস্থ্যকর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ফলাফল বিশেল্লষণে দেখা গেছে, সমাজে বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পেঁৗছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ নারীকর্মীদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ঝড়-বৃষ্টি-রোদ উপেক্ষা করে গ্রামে গ্রামে তাদের দায়িত্ব পালন একদিকে যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছে, অন্যদিকে দিয়েছে সামাজিক পরিচিতিও। গ্রামের লোকজন জেনেছে, গর্ভকালীন জটিলতা বা অন্যান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ওই নারীকর্মীর পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। তারা ওই 'স্বাস্থ্য আপা'কে খুঁজেছে, ডেকে বাড়ি নিয়ে গেছে কারও বিপদে, কখনও 'ডাক্তারনি'র মর্যাদা দিয়েছে। অথচ এক সময় (সত্তর দশকে) শুধু নারী বলে ওই স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করতে গিয়ে প্রচুর সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে, কোনো কোনো এলাকায় তাদের ওপর ঢিল ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছে। সমাজে শিক্ষিত নারীদের একটা মর্যাদা রয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় দেখা গেছে, একজন শিক্ষিত নারীর চাকরি করা-না করার ব্যাপারটা অনেকাংশেই নির্ভর করে পরিবারটির 'প্রয়োজনের' ওপর। এ প্রয়োজনটা বড় অংশে অর্থনৈতিক। যৌথ পরিবারে একটা মেয়ে (বউ) সহজে চাকরিটা চালিয়ে নিতে পারে, যদি তার আয় পরিবারে সহায়ক হয় এবং তার শাশুড়ি, মা বা বোন সংসারের গৃহস্থালির কাজের দায়িত্বটা নেয়। কিন্তু একক পরিবারে ওই ধরনের গৃহস্থালির কাজের সমর্থন একেবারেই কম বা না থাকায় এক ধরনের টানাপড়েন সৃষ্টি হয়। স্বামীকে নিজ হাতে রান্না করে খেতে হয়_ এমন নজিরও এ গবেষণার ফলাফলে আছে। তবে এটা শুধু সে যদি একা থাকে তবেই। স্ত্রী সঙ্গে থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রান্না ও অন্যান্য গৃহস্থালি কর্ম স্বামীর জন্য ঐচ্ছিক হয়ে দাঁড়ায়।

পর্দার ব্যাপারে স্বামীকে রক্ষণশীল মনে হলেও তার স্ত্রীর চাকরির প্রস্তাবনা নিয়ে অতটা রক্ষণশীল নয়, যতটা তাদের আগের প্রজন্মে (শ্বশুর, শাশুড়ি, বাবা, মা) ছিল বলে মনে হয়েছে। 'ঘরের বউ'-এর চাকরির ব্যাপারে শ্বশুরের সংকোচবোধটা একটু বেশি, যদি সে (শ্বশুর) এলাকায় গণ্যমান্য হয় বা তার মানসম্মান আছে বলে মনে করা হয়। শিক্ষিত মেয়ের যোগ্যতা থাকলে তাকে 'কাজে লাগাতে হবে'_ এ রকম একটা ধারণা আছে। তবে চাকরি করার অনুমতি দেওয়া-না দেওয়ার একটা কর্তৃত্ব থাকে পুরুষ বা অভিভাবকদের মধ্যে। বেশিরভাগ স্বামী মনে করেছেন স্বাস্থ্যকর্মীর চাকরিটা যথেষ্ট কষ্টের এবং স্ত্রীকে বাড়ি বাড়ি না ঘুরে হাসপাতালের মতো একটা নির্দিষ্ট স্থানে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ থাকলে

স্বামীরা আরও খুশি হতেন। দিনের একটা বড় অংশ তাকে (স্ত্রী) বাইরে কাজ করতে হয়, কখনও ফিরতে সন্ধ্যা হয়। এতে সংসারের কাজের ব্যাঘাত ঘটে, স্ত্রী তার বাচ্চাকে যথেষ্ট সময় দিতে পারে না, এমনকি একটু লেখাপড়া করানোর সুযোগও মেলে না।

গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা, তার সমতা কিংবা তার স্বীয় পরিচয় বৃহৎভাবে আবর্তিত থেকেছে বিদ্যমান 'পরিবার' ধারণার মধ্যে। স্বামী/পুরুষপ্রধান পরিবার ঐতিহ্যগতভাবে তাকে 'ঘরের বউ' বানিয়েছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, সে ওই পরিবারে শুধু 'ঘরের বউ' হয়ে থাকেনি। সে স্বামীর সঙ্গে দরকষাকষি করেছে, চেষ্টা করেছে পরিবারকে ভিন্ন কিছু দেওয়ার। এজন্য সে বাইরে এসেছে, আয়মূলক কাজে জড়িয়েছে। প্রথমদিকে নানা সামজিক বাধা থাকলেও পরে তার পথ চলাটা অনেক সহজ হয়েছে। স্বামীও তার বাইরে কাজ করাকে সমর্থন দিয়েছে বাস্তবতার তাগিদে। তবে (পুরুষতান্ত্রিক) মানসিকতা এখনও এক বড় বাধা বলে মনে হয়েছে এ গবেষণায়। এ মানসিকতা নারীর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে নানাভাবে। যদিও তার ভিন্ন রকম পরিচিতি (সমাজের 'আপা') একটা পরিবর্তনের সূচনা করেছে তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বিনির্মাণে।

-মোহাম্মদ কামরুজ্জামান : ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে Pathways of Women's Empowerment Research Programme-এর গবেষণাকর্মী